ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	০১টি	-	-	০১	-	০১	৯৩%	-	-

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০১টি

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের সমুদয় ভৌত কাজ ,আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কাজ পিআইসির মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।সকল কাজের জন্য অগ্রিম হিসেবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শেষ কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির পর মে-জুন মাসে মালামাল ক্রয় সম্পন্ন হলেও ,সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে সমাপনী প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পরবর্তী অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর এর আগে সম্ভব হয় না।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
১।	প্রকল্প পরিদর্শনে দেখা যায়, মুলতঃ পূর্ত কাজের উপরে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক কাজে তদারকির অভাব পরিল ক্ষিত হয়েছে। পরিবার প্রতি ১০,০০০/টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মুলতঃ ৩,০০০-১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়েছে এবং এ বাবদ নির্ধারিত তহবিলের উল্লেখযোগ্য অংশ অবিতরণকৃত থেকে যায়। এ কাজে সম্পৃক্ত বিআরডিবি এর কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতিয়মান হয়। তাদের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য উপজেলা এবং প্রকল্প কার্যালয়ের তদারকিও তেমন চোখে পড়েনি। অথচ প্রকল্পটি টেকসইকরণের জন্য এ অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ;	১।	গুচ্ছগ্রামের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিমাসে বিআরডিবিএর কার্যক্রমকে উপজেলা পর্যায় থেকে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং একই সংগে প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক মাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিআরডিবির কার্যক্রমসহ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে;
২।	গুচ্ছগ্রামগুলো বিদ্যুতের সুবিধা বঞ্চিত। অথচ এ গ্রামগুলোর শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে, লেখা-পড়া করছে। বিদ্যুতের অভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হচ্ছে;	২।	এ পর্যন্ত স্থাপিত এবং আগামীতে স্থাপিতব্য গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৩।	অধিকাংশ গুচ্ছগ্রামে প্রকল্পের আওতায় পুকুর খনন করা হলেও পুকুরগুলোতে মাছ চাষের জন্য এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোন পুঁজি নেই। জেলা প্রশাসন হতে সরকারী পর্যায়ে যে পোনা অবমুক্ত করা হয় তার উপরেই মূলতঃ এ পুকুরের উৎপাদন নির্ভশীল। পুঁজি এবং মাছ চাষের প্রশিক্ষণ এর অভাবে গ্রামবাসী যথাযথভাবে মাছ চাষ করতে পারছেন না। ফলে এক দিকে মাছের উৎপাদন যেমন কম হচ্ছে অপরদিকে দরিদ্র গ্রামবাসী	৩।	পুকুর থাকা সাপেক্ষে গুচ্ছগ্রামের পুকুরের আয়তন বিবেচনায় প্রতিটি সমিতিকে পুকুরে মাছ চাষের জন্য থোক বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে যা ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) হিসাবে ব্যবহৃত হবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	নগদ কিছু অর্থের বিনিময়ে অপার সম্ভাবনাময় এ পুকুরগুলো স্থানীয় প্রভাবশালীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন;		
৪।	গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীদের দারিদ্র্যসীমা এখনো অতিদরিদ্র পর্যায়ে রয়ে গেছে। এছাড়া, আশেপাশের লোকজনের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টিতে তাদের অনেক সময় লেগে যায়। অনেক সময় ৭/৮ বছরেও তাদের এলাকার লোকজনের সাথে সামাজিক সৌহাদ্যপূর্ণ সর্ম্পক সৃষ্টি হয় না;	৪।	গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য উপজেলা প্রশাসন সরকারের অন্যান্য জাতি গঠনমূলক বিভাগগুলোর সহায়তায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;
৫।	ডিপিপিতে পরিবার প্রতি বৃক্ষরোপণের জন্য ৪০০/- টাকা বরাদ্দ ছিল। পরিদর্শনকালে জানা যায়, পরিবার প্রতি ৫-১৯টি পর্যন্ত গাছের চারা দেয়া হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে জানা যায়, পরিবার প্রতি প্রাপ্ত গাছের চারার বাজার মূল্য ৪০০/- টাকার কম ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে কলমের চারার পরিবর্তে আটির চারা দেয়া হয়েছে যা র অধিকাংশই মারা গেছে। আটির চারা যেগুলো বেঁচে আছে সেগুলোতে ফল আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে;	৫।	বৃক্ষরোপণের জন্য ফলদ ও বনজ জাতীয় গাছ দিতে হবে এ ক্ষেত্রে দ্রুত আয় নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত আকারের কলমের চারা দেয়া যেতে পারে;
৬।	কিছু কিছু গুচ্ছগ্রামে অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য কোন সর্বজনীন (Common) রাস্তা নেই। ফলে গ্রামবাসীদের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে; এবং	৬।	লে-আউট প্লান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নির্মিতব্য গুচ্ছগ্রামে গ্রামবাসীদের চলাচলের সুবিধার্থে সর্বজনীন (Common) রাস্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে;
৭।	গুচ্ছগ্রামের ঘরগুলোর আয়তন ৩০০ বর্গফুট যা পরিবারের গড় জনসংখ্যা (৫/৬ জন) এর তুলনায় কম। এগুলোর আয়তন ৪০০-৫০০ বর্গফুট হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া বারান্দাগুলো আয়তনে ছোট। এ ছাড়া ঘরগুলোর দেয়াল এবং ছাদ টিনের হওয়ায় গরমের সময় এ গুলোতে বসবাস করা অনেক কষ্টকর বলে গুচ্ছগ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়। পরিদর্শনকালে কিছু কিছু টিনের ঘরে বৃষ্টির সময় পানি পড়তে দেখা গেছে।	৭।	গুচ্ছগ্রামে নির্মিতব্য ঘরগুলো ৪০০-৫০০ বর্গফুটের করা, সেমি-পাকা করা, ঘরের বারান্দাগুলোর আয়তন বড় করা এবং টয়লেটগুলো দুটি পিট বিশিষ্ট করা যেতে পারে;

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) (৩য় সংশোধিত)
-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। বিশেষমধ্যবর্তী মূল্যায়নের পটভূমি:

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিক টিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৫ এ শেষ হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারে অর্থায়নে ৫১ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের নিমিত্ত গুচ্ছগ্রাম-৩ (ক্লাইমেট ভিক টিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় (সবুজ পাতায়) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির উপর গত ২৫/০৫/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় **চলমান প্রকল্পটির উপর আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে**মর্মে সুপারিশ করা হয়। ২২/০৬/২০১৫ তারিখে প্রস্তাবিত গুচ্ছগ্রাম-৩ (ক্লাইমেট ভিক টিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, **"আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের একটি সাম্প্রতিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে (যদি থাকে) করণীয় বিষয়সমূহ পুনগঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে**মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চলমান গুচ্ছগ্রাম-৩ (ক্লাইমেট ভিক টিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর,২০১৫-তে শেষ হওয়ার পর পিসিআর প্রণয়ন এবং পিসিআর মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন একটি সময় সাপেক্ষ বিষয় এবং এতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ বিলম্বিত হতে পারে বিবেচনায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটি বিশেষ মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য আইএমইডিকে অনুরোধ জানানো হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির বিশেষ মধ্যবর্তী মূল্যায়নের নিমিত্ত আইএমইডির নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়।

২.০ বিশেষ মূল্যায়ন কমিটি গঠণ ও কার্যপরিধিঃ

প্রকল্পের বিশেষ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়।

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহাপরিচালক, আইএমইডি	-	আহবায়ক
জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প	-	সদস্য
জনাব এ.এম.এ. রহমান, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প		সদস্য
জনাব আবু জাফর মোঃ ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক, আইএমইডি	-	সদস্য
জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পলল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	-	সদস্য
জনাব মোঃ আশিক নূর, সহকারী প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হুসেন ভূঞা, প্রকল্প প্রকৌশলী, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প		সদস্য
জনাব দেবোত্তম সান্যাল , সহকারী পরিচালক, আইএমইডি	-	সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

ক) চলমান প্রকল্পের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় এ জাতীয় কার্যক্রম অব্যহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান।

খ) কমিটি প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করে আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৩.০। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পটি মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ঃ

ক) প্রকল্প সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন/মূল্যায়ন প্রতিবেদন/অন্যান্য রির্পোট পর্যালোচনা করা;
খ) একনেক এবং পিইসি সভার কাযবিবরণী পর্যালোচনা করা;
গ) কাজের মান, বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১৬টি গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন; এবং
ঘ) উপকারভোগী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা/মতামত সংগ্রহ।

৪.০। প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলীঃ

৪.১। প্রকল্পের নাম : গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট)
৪.২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়
৪.৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি)
৪.৪। প্রকল্পের এলাকা : প্রাথমিকভাবে ১৮৮ উপজেলা নির্ধারিত থাকলেও, উপযুক্ত সাইট না পাওয়ায় পরবর্তীতে জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে দেশের ৬১টি জেলাকে (তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত করা হয়।

৪.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১৫)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্তব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন-কালের %)
মূল	৩য় সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৮৭২৯.০৮	১৮৭২৯.০৮	১৮২২০.৯০	জানুঃ,২০০৯ থেকে জুন,২০১২	জানুঃ,২০০৯ থেকে জুন,২০১৫	জানুঃ,২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর,২০১৫	০ (০)	৩ বছর ৩ মাস (৯২.৮৫%)

৪.৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) জলবায়ু দুর্গত ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গনী দরিদ্র পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে মালিকানা স্বত্ব প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা। প্রদত্ত জমির মালিকানা স্বত্ব স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে রেজিস্ট্রি কবুলিয়তমূলে প্রদান করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা;
খ) পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও কমিউনিটি সুবিধাদি প্রদান, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং খননকৃত পুকুরের দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবহার-অধিকার নিশ্চিতকরা; এবং
গ) গুচ্ছগ্রাম নামে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নমুখী গ্রাম সৃজনের দ্বারা পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধক কর্মকান্ড ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ নিশ্চিতকরা।

৪.৭। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ প্রধানত একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা , সাইক্লোন, ঘূর্নিঝড়, নদী ভাঙ্গন এদেশের মানুষের নিত্য সঙ্গী। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, সন্দ্বীপসহ চট্টগ্রাম জেলার উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষে দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফে ব্রুয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার রামগতি থানা (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা)। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গনী, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহকে সরকারী খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন । এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের করে ‘পোড়াগাছা’ গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারী খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম ‘পোড়াগাছা’। পরবর্তীতে ‘পোড়াগাছা’ গুচ্ছগ্রামের

ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গনী মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অ ন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প- ১ ও ২ এর আওতায় সারা দেশে ১,৫০৭টি আদর্শগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৭১,০৩২টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গনী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আদর্শগ্রাম প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের দারিদ্র নিরসন কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯ সালে জেডিসিএফ এর অর্থায়নে সরকারী খাস জমিতে ২৫২টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১০,৬৫০টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গনী পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৪.৮। প্রকল্প অনুমোদন অবস্থাঃ

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিম্স রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১ মার্চ ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষেদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় সম্পূর্ণ জেডিসিএফ অর্থায়নে মোট ১৮৭.২৯০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৯ থেকে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদন হয়। পরবর্তীতে মোট প্রকল্প ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্প মেয়াদ এক (১) বছর বৃদ্ধি করে ০২/০৪/২০১২ তারিখে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের প্রথম সংশোধন করা হয়।

জুন,২০১২ পর্যন্ত ৪৯ টি জেলার ১১৬ টি উপজেলায় ১৬৩টি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ৭১৭২ টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। এ ছাড়াও ১৮৮টি উপজেলার মধ্যে ৪৭টি উপজেলায় গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা উপযোগী কোন সাইট নেই মর্মে মাঠ প্রশাসন হতে লিখিতভাবে জানানো হয়। এমতাবস্থায় সাইট না পাওয়ায় নির্ধারিত ১৮৮টি উপজেলার মধ্যে প্রকল্প মেয়াদে শতভাগ বা স্তবায়ন করা সম্ভব নয় বিধায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর (জুন ,২০১৪ পর্যন্ত) বৃদ্ধি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত ১৮৮ উপজেলার পরিবর্তে খাসজমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬১টি জেলাকে (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিত) প্রকল্প এলাকা হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং অন্তভূর্ক্ত করে ১৯/০৫/২০১৩ তারিখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়।

পরবর্তীতে অব্যয়িত টাকা ব্যবহার করাসহ অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করণ, মাল্টিপারপাস হল, নলকুপ, উন্নত চুলার সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ সম্পন্নকরার নিমিত্ত প্রকল্প মেয়াদ জুন ,২০১৫ প র্যন্ত বৃদ্ধি করে মোট ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে ১২/০৮/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পের ৩য় সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ প্রকল্পের কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে মেয়াদ ৩ (তিন) মাস বর্ধিত করে সেপ্টেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৪.৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

ক) খাস জমিতে ইকোভিলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বসতভিটা উঁচুকরণ, পুকুর খনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি;
খ) প্রতি পরিবারের জন্য ৩০০ বর্গফুটের ফ্লোরস্পেসসহ (১২টি আরসিসি পিলার, ষ্টীলের রুফ ট্রাস, সিজিআই সীটের বেড়া ও চালসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট পৃথক পৃথক ঘর, রান্নাঘর ও পায়খানা নির্মাণ;
গ) নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের গভীর নলকূপ/অগভীর নলকূপ/রিংওয়েল/পন্ডস্যান্ড ফিল্ডার ইত্যাদি স্থাপন;
ঘ) পুনর্বাসিত পরিবাসমূহের মাঝে বিআরডিপি এর মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা;
ঙ) প্রতি পরিবারকে সর্বনিম্ন ০.০৪ একর বসতভিটার জমির মালিকানা নামজারী এ কবুলিয়াতসহ প্রদান;
চ) প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অন্ততঃ একটি করে মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ;
ছ) ইতোপূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবিকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য প্রদত্ত ৯.৭৪ কোটি টাকার কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং
ঞ) আদর্শ গ্রাম প্রকল্প এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমূহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষন কাজ সম্পাদন।

৫.০ । প্রকল্প অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিপরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত।

৬.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ,২০০৯ থেকে শু রু হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে মে ,২০০৯ এ। বা স্তবে প্রকল্পের কার্যক্রম মে ,২০০৯ থেকে শুরু হয়। সে মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
০১।	মোঃ এনামূল হক, (যুগ্ম সচিব)	০১-০১-২০০৯	২০-০৫-২০০৯
০২।	জনাব মোঃ হাসান ইমাম, (যুগ্ম সচিব)	২০-০৫-২০০৯	১৫-১১-২০১২
০৩।	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, (যুগ্ম সচিব)	১৫-১১-২০০২	২৬-০৮-২০১৪
০৪।	মুশফিক আহমদ শামীম, উপ-সচিব	২৬-০৮-২০১৪	১৩-১০-২০১৪
০৫।	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, (যুগ্ম সচিব)	১৩-১০-২০১৪	চলমান

৭.০ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের অধীনে নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

ক) গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের অধীন 'গুচ্ছগ্রাম' প্রতিষ্ঠার স্থান

সমাপ্ত আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত সাইটসমূহের মধ্য থেকে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের দারিদ্রের মাত্রা ও আঞ্চলিক বৈষম্যকে বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১৮৮ উপজেলা নির্ধারিত থাকলেও, উপযুক্ত সাইট না পাওয়ায় পরবর্তীতে জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে দেশের ৬১টি জেলাকে (তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত করা হয়।

খ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর (কাবিখা) আওতায় মাটির কাজ সম্পাদন

গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পেরর গ্রাম নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত গ্রামের বসতভিটা উঁচুকরণ, পুকুরখনন ও পূণঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কার্যাবলী এবং আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রাম সমুহের সংস্কার কাজ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর (কাবিখা) নিয়ম মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত "PLANNING AND IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR EARTHWORK COMPONENT OFGUCHHOGRAM (CLIMATE VICTIMS REHABILITATION PROJECT) UNDER FOOD FOR WORKS PROGRAMME শীর্ষক গাইডলাইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পদবী
০১।	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/ সদস্য	চেয়ারম্যান
০২।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মহিলা সদস্য	সদস্য
০৩।	বিআরডিবির প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
০৪।	পুনর্বাসিতব্য পরিবারের প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট ইউপির সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য	সদস্য সচিব

গ) গৃহ ও মাল্টিপারপাস হল নির্মাণঃ

প্রস্তাবিত গ্রামের মাটির কাজ সম্পাদন হওয়ার পর সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘর ও মাল্টিপারপাস হল নির্মাণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। জেলা প্রশাসকের তত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে গঠিত ঘর ও মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ বা স্তবায়ন করা হয়। এ কাজ অনুমোদিত ডিপিপির আলোকে ভুমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত 'Implementation Methodology For The Construction of Houses and Multipurpose Hall under GUCHHOGRAM (Climate Victims Rehabilitation Project)' শীর্ষক গাইডলাইন্সের আওতায় সংশিস্নষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পদবী
০১।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
০২।	সংশ্লিষ্ট জেলার রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য
০৩।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা / উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
০৪।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য	সদস্য
০৬।	পুনর্বাসিতব্য পরিবারের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
০৭।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য সচিব

ঘ) **পুনর্বাসনের নিমিত্ত ভূমিহীন পরিবার বাছাইকরণ:**

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত 'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোব স্ত নীতিমালা' অনুযায়ী 'উপজেলা খাস জমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি' কর্তৃক ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয় যা 'জেলা খাসজমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হয়।উপজেলা খাস জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

বিবরণ	পদবী
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	চেয়ারম্যান
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
বৃত্তহীন সমবায় সমিতির প্রতিনিধি ১ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
উপজেলা কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি ১ জন (মাননীয় ভুমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
সমাজকর্মী ১ জন (সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শ করে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ১ জন (সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শ করে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠণের প্রতিনিধি ১ জন (মাননীয় ভুমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য সচিব

ঙ) পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের কর্মসূচী:

বিআরডিবি'র মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি পরিবারের ২ জন সদস্যকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজা করণ, মৌমাছি চাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি। এ ছাড়াও পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ দূষণ রোধ, বয়স্ক ও শিশু শিক্ষা, নেতৃত্বের বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চ) **পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী:**

পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য MOU এর আলোকে বিআরডিবি'র মাধ্যমে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর ফলে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মধ্যে আয়-সৃজন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হয় এবং তারা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।

ছ) পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের কর্মসূচী বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিবিড় তদারকীর জন্য প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বেব ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। কমিটির গঠন পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলোঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পদবী
০১।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
০২।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
০৩।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার পলস্নী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
০৪।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
০৫।	বিআরডিবির প্রতনিধি (উইএনও কর্তৃক মানানীত)	সদস্য
০৬।	পুনর্বাসিতব্য পরিবারের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
০৭।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য সচিব

৮.০ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুবিধাদিঃ

ক) প্রতি পরিবারকে জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে নূন্যতম ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়।

খ) প্রতি পরিবারকে ৩০০ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস বিশিষ্ট আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা-জানালা সম্বলিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়।

গ) প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি করে স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়;

ঘ) নিরাপদ সুপেয় পানি সরবাহের জন্য প্রতি ৫ থেকে ১০ পরিবারের ব্যবহারের নিমিত্ত স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকুপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়।

ঙ) গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৫০ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টীলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইঁটের দেয়াল, স্টীলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি করে 'মাল্টিপারপাস হল' নির্মাণ করা হয়।

চ) প্রতি পরিবরের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের (৩ টি ধাপে) আয়বর্ধন কর্মকান্ডমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ছ) নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারী করা হয়।

জ) পুনর্বাসিত পরিবারসমুহকে আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যMOU এর আলোকে বিআরডিবির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।

ঝ) জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পুনর্বাসিত পরিবারসমুহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকুলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়

ঞ) প্রতি পরিবারকে বৃক্ষরোপনের জন্য ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয় যাতে তারা বসতভিটার চারপাশে তা রোপন করতে পারে

৯.০। পূর্ববর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনেউল্লেখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২০১১ সালে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) করা হয়। পরিবীক্ষণের সুপারিশ ও গৃহতি ব্যবস্থাদি নিম্নের ছকে প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক	নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)এর সুপারিশ	মন্তব্য
৯.১	প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১৮৮টি উপজেলার মধ্যে যে ৫৭টি উপজেলায় গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের জন্য কোন জমি পাওয়া যায়নি সে উপজেলাগুলোতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় জায়গা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। এছাড়া আদর্শগ্রাম-২ এর আওতায় যে সব স্থানে মাটি ভরাট এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়েছে (৪২৭টি) সেই কেন্দ্রগুলো বর্তমান প্রকল্পের আওতাভূক্ত করে নির্ধারিত পুনর্বাসন লক্ষ্যমাত্র পূরণ এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে ডিপিপিতে দেয়া উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুনর্বাসিতদের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে নিকটবর্তী গ্রোথ সেন্টার/ হাট-বাজার এবং দুর্যোগকালীন আশ্রয় কেন্দ্রের অবস্থানের বিষয়ে প্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।	প্রকল্প সংশোধন কালে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৯.২	একই প্রকল্পের আওতায় একাধিক ডিজাইন ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নয়। যা সার্বজনীনভাবে বা অধিক মাত্রায় গৃহীত ও কার্যকরী সেটাই অনুসরণ করা উচিৎ। এই ক্ষেত্রে গৃহ এবং	প্রকল্প সংশোধন কালে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক	নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)এর সুপারিশ	মন্তব্য
	মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে সিঙ্গেল ইউনিট ডিজাইন অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে ল্যাট্রিন নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঁশের খুঁটি ও তরজার বেড়ার পরিবর্তে মূল ডিজাইন কিছুটা পরিবর্তন করে চারটি স্বল্প প্রশস্তের আরসিসি খুটির উপর টিনের বেড়া এবং চাল নির্মাণ করা প্রয়োজন যাতে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে কোন অবস্থাতেই ০.৩০ এমএম এর কম পুরুত্বের টিন ব্যবহারের সংস্থান রাখা ঠিক হবে না এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ন্যূনতম ৫টি রিং ব্যবহার করে ল্যাট্রিন নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৯.৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সব কাজের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত গাইড- লাইনের সাথে পিপিআর, ২০০৮ এর সংশোধিত বিধি ৭৬(৩) সংযোজন করে একটি সমন্বিত ''প্রকল্প নির্দেশিকা'' প্রণয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজের সঠিক মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পিএমইউ এবং আঞ্চলিক প্রকল্প কার্যালয়ের মনিটরিং তৎপরতা জোরদার করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে এলজিইডি প্রকৌশলীদের নির্মাণ কাজে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে	অনুমোদিত ডিপিপির আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৯.৪	প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত কমিটিসমূহের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ''সরকারী খাস ভূমি ব্যবস্থাপনা কমিটি'' কর্তৃক জেলা ও উপজেলায় মোট খাস ভূমির পরিমাণ ও ভূমিহীন পরিবারের তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করে রাখা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে মাটির কাজের জন্য গঠিত ''কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি'' এর কার্যক্রম স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পিএমইউ কর্তৃক নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে জোরদার করতে হবে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন কমিটিসহ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের নিয়ম অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা যায়।	অনুমোদিত ডিপিপির আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৯.৫	প্রকল্পের শূন্য পদগুলো বিশেষ করে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার ১৫টি পদের মধ্যে বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনের নীরিখে যুক্তিযুক্ত করে অন্ততঃ ২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৩টি করে ছয়টি এবং পিএমইউ'র জন্য ৪টি পদে প্রেষণে কর্মকর্তা না পেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ প্রয়োজনীয় পদ পূরণ সম্পন্ন করে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা এবং অন্যান্য কারিগরি শূন্য পদগুলো অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন। যেহেতু প্রকল্পটির কার্যক্রম অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে শুরু করা হয়েছে কাজেই আদর্শগ্রাম-২ প্রকল্পের যে সব কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এ প্রকল্পে নিয়োগ/ আত্মীকরণ করা হয়েছে তাদের এবং যারা প্রকল্পের শুরু থেকে কাজ করে আসছেন তাদের নিয়োগ জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে কার্যকর করা যেতে পারে	ডেপুটেশনে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার ১৫টি পদে লোক পাওয়া যায়নি। প্রস্তাবমতে জানুয়ারি, আদর্শগ্রাম-২ প্রকল্পের যে সব কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এ প্রকল্পে নিয়োগ/ আত্মীকরণ করা হয়েছে তাদের এবং যারা প্রকল্পের শুরু থেকে কাজ করে আসছেন তাদের নিয়োগ জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৯.৬	গুচ্ছগ্রাম(সিভিআরপি) প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব এবং কেন্দ্র নির্বাচনে জটিলতা নিরসনসহ প্রকল্পের ডিজাইন সংশোধন সাপেক্ষে এবং আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ব্যয় যুক্তিযুক্ত করে প্রকল্পটির সংশোধন এবং বাস্তবায়নকাল জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যুক্তিসংগত হবে। সংশোধিত প্রকেল্পর আদর্শগ্রাম-১ এবং ২ এর প্রয়োজনীয় কিছু রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন করার কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৯.৭	আদর্শগ্রাম-২ প্রকল্প এবং গুচ্ছগ্রাম(সিভিআরপি) প্রকল্পের যে সব পুনর্বাসিত পরিবারকে এখনো কবুলিয়ত দলিল দেয়া হয়নি তাদের উক্ত দলিল প্রদান ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন। সমন্বিত উন্নয়ন ও সুবিচারের স্বার্থে প্রকল্পে নির্ধারিত বসতভিটাসহ সর্বনিম্ন ০.০৪ একরের কম জমি যাতে না দেয়া হয় সে দিকটি	ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক	নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)এর সুপারিশ	মন্তব্য
	নিশ্চিত করতে হবে।	
৯.৮	বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ/ নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রায় নিয়মিত ঘটনা বিধায় ভূমিহীন/ গৃহহীনদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে প্রকল্প শেষে আদর্শগ্রাম-১ এবং ২ এর আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি সংহতকরণ, সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক ও এ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যত পরিচালনা ও তদারকির কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা সৃষ্টি বা এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় অন্যকোন সংস্থাকে এই দায়িত্ব অর্পন করা প্রয়োজন।	ভূমি মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।
৯.৯	ইতোমধ্যে নির্বাচিত বিআরডিবি'র মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত সকল গুচ্ছগ্রামে আর্থ-সামাজিক ও ঋণ কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। এখন থেকে কেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে যাতে আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম, স্থানীয় ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবংএ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী শুরু করা যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে অবিলম্বে পরিকল্পনা তৈরী করে তা বা স্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে বিআরডিবি'র সাথে ডিপিপিতে উল্লিখিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও এই কাজে সম্পৃক্ত করা যায়।	ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে
৯.১০	আদর্শগ্রাম-১ এর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর জন্য ৭৫টি এনজিওকে দেয়া ৪৬২.২১ লক্ষ টাকার বর্তমান অবস্থা নির্ণয় করে নির্দিষ্ট এনজিওগুলোকে ঘুর্ণিয়মান তহবিল হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক। আদর্শগ্রাম-২ এর আওতায় বিআরডিবিকে দেয়া ৯২৭.০০ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী নির্দিষ্ট স্থানে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। বিআরডিবি'র চাহিদা অনুযায়ী গুচ্ছগ্রাম(সিভিআরপি) প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সীমিত আকারে কিছুটা বস্তুগত ও আর্থিক সুবিধার বিষয়টি ডিপিপিতে সংযোজন করা যেতে পারে।	বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে
৯.১১	প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত নবম গ্রেড বা তদুর্ধ পদের সংখ্যা ৪১টি। এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের পদসহ ২৫টি পদ প্রেষণে পূরণ করার ব্যবস্থা আছে। উর্ধ্বতন সকল পদে প্রেষণে নিয়োগের বাধ্যবাধকতা থাকলে প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভিজ্ঞ জনবল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে এবং কর্মসূচীর ধারাবাহিকতাও রক্ষা করতে হয়না। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালকের (৩+২) ৫টি পদ প্রয়োজনের নিরিখে বেশী বলে প্রতিয়মান হয়। যেহেতু প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন জড়িত সেই কারণে বর্তমান অবস্থায় প্রকল্প পরিচালকের পদে প্রেষণে নিয়োগের বিধান রেখে অন্যান্য পদগুলোর অন্ততঃ ৫০% সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়	প্রকল্প মেয়াদে ডেপুটেশনের ১৫টি পদে লোক পাওয়া যায়নি। বর্তমানে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে এ বিষয়ের কোন কার্যকারিতা নেই।
৯.১২	সরকারী খাস ভূমি বা অন্যান্য জমির স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে অল্প জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ করে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক ছিন্নমূল পরিবারের স্থায়ী/ অস্থায়ী ভিত্তিতে পুনর্বাসনের বিষয়টিন নীতিগতভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে	এ বিষয়ে ভুমি মন্ত্রণালয়ের মতামত

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় এ পর্য ন্ত ৫৩ জেলার ১৩১ টি উপজেলায় ২৫৩টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ১০৭০৩ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ৯টি জেলার ১২ টি উপজেলায় ১৬ টি গুচ্ছগ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। গুচ্ছগ্রামসমুহের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	গুচ্চগ্রামের নাম	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	এরিয়া (একর)
০১।	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	বনগাঁও	৪০	৩.০০
০২।	ব্রাক্ষণবাড়িয়া	নাসিরনগর	ফান্দাউক-১	৭০	১৩.১৫
০৩।	ব্রাক্ষণবাড়িয়া	নাসিরনগর	ফান্দাউক-২	৩০	৩.০০
০৪।	বগুড়া	শিবগঞ্জ	অভিরামপুর	৩০	৪.৮৬
০৫।	বগুড়া	শিবগঞ্জ	জগন্নাথপুর	৩০	৪.৩২
০৬।	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	সদরপাড়া	৩০	২.০০
০৭।	নাটোর	নাটোর সদর	পিরজীপাড়া	৩০	২.৫৫

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	গুচ্চগ্রামের নাম	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	এরিয়া (একর)
০৮।	নওগাঁ	রাণীনগর	আগিনাগাড়ী	৩০	২.৪১
০৯।	রংপুর	রংপুর সদর	সদ্যপুষ্করিণী গড়-১-২	৯০	৭.২১
১০।	রংপুর	মিঠাপুকুর	দৌলতনুরপুর-২	৬০	১৩.০০
১১।	নীলফামারী	সৈয়দপুর	নিজবাড়ী	৮০	১১.৮৬
১২।	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	ধুলাউরী-১	৭.০০	১১.৭৯
১৩।	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	ধুলাউরী-২	৩.০০	১১.৭৯
১৪।	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	কাশিমনগর-১	৩০	৮.১৬
১৫।	দিনাজপুর	খানসামা	বাসুলী	৩০	৭.১০
১৬।	দিনাজপুর	খানসামা	সুবর্ণখালী আদিবাসী	৩০	৩.৩৪

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ

১১.১ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

জুন,২০১৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

বিবরণ	৩য় সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	অগগতির হার%
গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা	২৫২ টি	২৫৪টি	১০০.৮%
গৃহ নির্মাণ, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণ	১০৬৫০টি	১০৭০৩টি	১০০.৫০%
মাল্টিপারপাস হল	২৫২টি	২৪৮টি	৯৮.৪%
নলকুপ	১১৩০টি	১২৩৩টি	১০৯%
উন্নতচূলা	১০৬৫০টি	১০৫৩৩টি	৯৯%
আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০৬৫০টি (পরিবার)	১০৬৫০টি	১০০%
বৃক্ষরোপণ	১০৬৫০টি (পরিবার)	১০৬৫০টি	১০০%

১১.২ পরিদর্শিত অংশের বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

নং	জেলা/ উপজেলা/গুচ্ছগ্রামের নাম	ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘরের সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘরের সংখ্যা (অগ্রগতি/ অর্জন) %	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	বর্তমানে বসবাসকারী পরিবার সংখ্যা	প্রতি গ্রামে ১টি করে মাল্টিপারপাস হল (অগ্রগতি)
০১।	হবিগঞ্জ/চুনারুঘাট/ বনগাঁও	৪০	১০০%	৪০	৪০	১০০%
০২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া/সিরনগর/ফান্দাউক-১	৭০	১০০%	৭০	৭০	১০০%
০৩।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া/নাসিরনগর/ফান্দাউক-২	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
০৪।	বগুড়া/ শিবগঞ্জ/ অভিরামপুর	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
০৫।	বগুড়া/ শিবগঞ্জ/ জগন্নাথপুর	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
০৬।	গাইবান্ধা/ সাদুল্লাপুর/ সদরপাড়া	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
০৭।	নাটোর/ নাটোর সদর/ পিরজীপাড়া	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
০৮।	নওগাঁ/রাণীনগর/আগিনাগাড়ী	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
০৯।	রংপুর/ রংপুর সদর/ সদ্যপুস্করিনী গড়-১-২	৯০	১০০%	৯০	৯০	১০০%
১০।	রংপুর/ মিঠাপুকুর/ দৌলতনুরপুর-২	৬০	১০০%	৬০	৬০	১০০%
১১।	নীলফামারী/ সৈয়দপুর/ নিজবাড়ী	৮০	১০০%	৮০	৮০	১০০%
১২।	দিনাজপুর/ বীরগঞ্জ/ ধুলাইরী-১	৭০	১০০%	৭০	৭০	১০০%
১৩।	দিনাজপুর/ বীরগঞ্জ/ ধুলাইরী-২	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%

নং	জেলা/ উপজেলা/গুচ্ছগ্রামের নাম	ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘরের সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘরের সংখ্যা (অগ্রগতি/ অর্জন) %	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	বর্তমানে বসবাসকারী পরিবার সংখ্যা	প্রতি গ্রামে ১টি করে মাল্টিপারপাস হল (অগ্রগতি)
১৪।	দিনাজপুর/ বীরগঞ্জ/ কাশিমনগর-১	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
১৫।	দিনাজপুর/খানসামা/ বাসুলী	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%
১৬।	দিনাজপুর/খানসামা/ সুবর্ণখালী আদিবাসী	৩০	১০০%	৩০	৩০	১০০%

১২.০ পরিদর্শিত গুচ্ছগ্রাম ওয়ারী কাজেরবিবরণ এবং উপকারভোগীদের মতামতঃ

১২.১ হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার বনগাঁও গুচ্ছগ্রাম:

গুচ্ছগ্রামটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত। গুচ্ছগ্রামটিতে ডিজাইন মোতাবেক ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। গুনগতমান ভাল। সকল পরিবার বসবাস করছে। প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপন করা হয়েছে এবং বাসিন্দারা উন্নত পরিবেশবান্ধব চুলা ব্যবহার করছেন। সরকার কর্তৃক তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করায় বাসিন্দারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিআরডিবি কর্তৃক আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষন প্রদান করা হলেও ক্ষুদ্রঋণ কার্যাবলী সন্তোষ জনক নয়। দীর্ঘকাল বিআরডিবি মাঠ কর্মী এলাকায় আসেন না মর্মে গ্রামবাসীগণ জানান। ৪০ পরিবারের মধ্যে ১৭ পরিবার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিআরডিবি কর্মকর্তার সাথে আলাপ হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে অবহিত করেন। গ্রামবাসিগণকে কেউ কেউ নিজ উদ্যেগে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামবাসিগণ এ গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেছেন। মাল্টিপারপাস হলটি প্রাক-প্রাথমিক স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৪০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৪৫,১০,৪০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
২টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৯৭,৩৩০/-টাকা
৪০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	২০,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপণ	১৬,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	১৬,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	১,৩৩,৩২০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৪,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৫৮,১১,৫৫০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	২৪.৯৩৭ মে:ট:

চিত্রঃ গুচ্ছগ্রামের ঘর

চিত্রঃ টয়লেট

১২.২ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ফান্দাউক-১ গুচ্ছগ্রামঃ

গ্রামটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামে ৭০টি পরিবার বসবাস করছে। প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যাবলী চলমান আছে । সকল পরিবার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ এর আওতায় আসেনি। গ্রামে একটি পুকুর খনন করা হয়েছে এবং মাছ চাষ করা হচ্ছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৭০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭৮,১৯,১৭০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,০৯,৫৯৭/- টাকা
৯টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	১,২২,৩৪২/-টাকা
৭০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	৩৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	২৮,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	২৮,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	২,৩৩,৩১০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৭,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৯৫,৭৫,৪১৯/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৪৪.৭৯৬ মে:ট:

১২.৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ফান্দাউক-২

গুচ্ছগ্রামটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত। এ গ্রামে ৩০টি পরিবার বসবাস করছে। বিআরডিবি কর্তৃক আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যাবলী শিঘ্রই চালু করা হবে মর্মে জানা যায়। গ্রামে তিনটি পরিবার অবৈধভাবে বসবাস করছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৪১,২৫,০০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭,১৮,৩০০/- টাকা
৩ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৯১,১০০/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৫৩,৮৫,৩৯০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৯৫.৯৩৫ মে:ট:

চিত্রঃ গুচ্ছগ্রামে হাঁস-মুরগী পালন

চিত্রঃ ঘরের চালে সব্জি চাষ

১২.৪ বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অভিরামপুর গুচ্ছগ্রাম:

গ্রামটি ২০১১-১২ অর্থবছ বে প্রতিষ্ঠিত। ডিজাইন মোতাবেক ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ঘরের গুনগতমান ভাল। সকল পরিবার বসবাস করছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় কয়েকটি পরিবার নিজেদের প্রয়োজনে ঘরের সামনে নুতন ঘর তৈরী করেছে। গ্রামবাসিরা তাদের দলিল বুঝে পেয়েছে। বিআরডিবি কর্তৃক আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যাবলী চলমান। ৫টি পরিবার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ এর আওতায় আসেনি। এ গ্রামে প্রবেশের রাস্তার অবস্থা খুবই খারা প । একটি সরু রাস্তা রয়েছে যা বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে। গ্রামে বসতভিটা উঁচুকরণ ও সংযোগ রাস্তার সংস্কার প্রয়োজন। গ্রামে একটি পুকুর খনন করা হয়েছে। তবে দরিদ্র জনগণ মাছ চাষের খরচ জোগাতে পারেন না বলে এ ক্ষেত্রে পুকুর লীজ দেয়ার ঘটনা ঘটছে। গ্রামের কাছেই পল্লী বিদ্যুতের খুটি রয়েছে তবে গ্রামটিতে বিদ্যুৎ নেই। গ্রামের মহিলারা কুটির শিল্পের দাবী করে ন। জনগণ একটি মসজিদের জন্য অনুরোধ করেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৩৩,৮২,৮০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
৪ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৪৭,৮৪০/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৪৫,০০,১৩০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৫০.০১৮ মে:ট:

চিত্রঃ জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর উপস্থিতিতে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

১২.৫ বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার জগন্নাথপুর গুচ্ছগ্রামঃ

গ্রামটি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত। বিআরডিবি কর্তৃক আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যাবলী চলমান। সকল পরিবার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ এর আওতায় আসেনি। গ্রামে বসতভিটা উঁচুকরণ ও সংযোগ রা স্তার সংস্কারের প্রয়োজন। পুকুরে মাছ চাষ করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃ পক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৩৩,৮২,৮০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
৪ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৪৭,৮৪০/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা

প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৪৫,০০,১৩০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৩৫.২২১ মে:ট:

১২.৬ গাইবান্ধা জেলার সাদ্দুাপুর উপজেলার সদরপাড়া গুচ্ছগ্রামঃ

গ্রামটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামটি ৬ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। গুনগতমান ভাল। সকল পরিবার বসবাস করছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় কয়েকটি পরিবার নিজেদের প্রয়োজনে ঘরের সামনে নুতন ঘর তৈরী করেছে। পুনর্বাসিত পরিবারসমুহের সাথে আলাপ করে জানা যায়, পুনর্বাসনের পূর্বে তাঁদের নিজস্ব কোন ঘরবাড়ী ছিল না। সরকার প্রদত্ত ঘরবাড়ী পেয়ে তাঁরা খুশি। বৃক্ষরোপন এবং উন্নত চুলার ব্যবহার প্রশংসার দাবী রাখে। বিআরডিবি কর্তৃক আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যাবলী চলমান। অধিকাংশ পরিবার গরু ছাগল, হাঁসমুরগী লারন পালন করছে।মহাসড়ক সংলগ্ন হওয়ায় সকলের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।গ্রামে বসতভিটা ও সংযোগ রা স্তার সংস্কারের প্রয়োজন। পুকুরে মাছ চাষ করা হয়েছে। গ্রামের চৌহদ্দি চিহ্নিত করণ ও বিদ্যুৎ সংযোগের দাবী জানানো হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রামের চৌহদ্দি চিহ্নিত করণ ও সীমানা পিলার স্থাপন করে দেবেন বলে জানিযেছেন। সার্বিক বিবেচনায় এটি একটি ভাল গ্রাম। প্রকল্প কর্তৃ পক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৩৩,৭৪,৪৬০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
২ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	২১,৫০০/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৪৪,৬৫,৪৫০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	১৭.৭৪৭ মে:ট:

চিত্রঃ গুচ্ছগ্রামে গবাদিপশু পালন

১২.৭ নাটোর জেলার সদর উপজেলার পিরজীপাড়া গুচ্ছগ্রামঃ

গুচ্ছগ্রামটি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ৩০টি পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ৬ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত গ্রামটির আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে মর্মে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যগণ এর সাথে আলাপ করে জানা

যায়। ঠিকানাহীন এ সকল সদস্যগণ কবুলিয়ত দলিলসহ ঘরবাড়ীর মালিক হওয়ায় খুশি। প্রকল্প কর্তৃ পক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৩৩,৪৭,৪৮৩/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
১ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	১৭,৭১৭/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চুলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৪৪,৩৪,৬৯০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	২৫.৮৫০ মে:ট:

১২.৮ নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলার আগিনাগাড়ী গুচ্ছগ্রাম:

গুচ্ছগ্রামটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত । পুনর্বাসিত ৩০টি পরিবার এ গ্রামে বসবাস করছে। ঘরবাড়ী প্রাক্কলন অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। তবে প্লিন্থ এর উচ্চতা কম হওযায় ঘরের বারান্দা নীচু হয়েছে। এ ছাড়াও গ্রামটির লে-আউট প্ল্যান সঠিক না হওয়ায় জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। প্রকল্প কর্তৃ পক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৪১,২৫,০০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭,১৮,৩০০/- টাকা
৫ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৭৫,০০০/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চুলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ঋুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৫৩,৬৭,২৯০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৫.৭০৩ মে:ট:

চিত্রঃ গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপণের আওতায় রোপিত গাছ-পালা

১২.৯। রংপুর জেলার সদর উপজেলার সদ্যপুস্করিণী গড়-১গুচ্ছগ্রামঃ

গুচ্ছগ্রামটি ২০০৯-১০ অর্থবছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরির্শনকালে দেখা যায় প্রায় সকল পরিবার বসবাস করছে। কয়েকটি (৪টি) পরিবার কর্মসংস্থানের জন্য শহবে বসবাস করলেও স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গুচ্ছগ্রামে এসে মাঝে মাঝে বসবাস করে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় সকলেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। অধিকাংশ পরিবার গবাদিপশু লালন পালন করছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৯০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	১,০১,৩১,৫৭৪/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
৯ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৯০,০০০/-টাকা
৯০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	৪৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	৩৬,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	৭২,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	২,৯৯,৯৭০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৯,০০,০০০/- টাকা
মোট:	১,২১,৯৩,০৪৪/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৮.৫৪৬ মে:ট:

১২.১০ রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার দৌলতনুরপুর-২ গুচ্ছগ্রামঃ

গ্রামটি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরির্শনকালে দেখা যায় ৬০টি পরিবার বসবাস করছে। কয়েকটি পরিবার (৩টি)কর্মসংস্থানের জন্য শহবে বসবাস করলেও স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গুচ্ছগ্রামে এসে মাঝে মাঝে বসবাস করে। অধিকাংশ পরিবার গবাদিপশু লালন পালন করছে। বৃক্ষরোপন ও উন্নতচূলা ব্যবহার এর হার সন্তোষ জনক। বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার দাবী জানানো হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৬০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬৫,৪১,৭৪০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
৭ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৬৭,৯০০/-টাকা
৬০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	৩০,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	২৪,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	৪৮,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	১,৯৯,৯৮০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৬,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৮১,৩০,১২৪/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৯.২৬৩ মে:ট:

১২.১১ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার নিজবাড়ী গুচ্ছগ্রামঃ

গুচ্ছগ্রামটি ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ৪টি ব্যারাকে ৮০টি পরিবারের সকলেই বসবাস করছে। গুচ্ছগ্রামটি ৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঘরবাড়ীর অবস্থা ভাল। গ্রামটি রংপুর- সৈয়দপুর মহাসড়ক সংলগ্ন হওয়ায় কর্মসংস্থান, শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। এ গ্রামে বিআরডিবির কার্যক্রম সন্তোষজনক। পুকুরে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এ গ্রামের প্রধান সমস্যা হলো জলাবদ্ধতা এবং বিদ্যুৎ না থাকা। গ্রামে দুইটি সমিতি আছে । একটি পুরুষ সমিতি এবং একটি মহিলা সমিতি। পুরুষ দলের ঋণ আদায়ের হার ৫৬% এবং মহিলা দলের ঋণ আদায়ের হার ৬২%। গ্রাম বাসীগণ নিজ উদ্যেগে নৈশবিদ্যালয়, মৎস্য চাষ এবং পেঁপেঁ চাষ করছেন। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মহিলারা সেলাই প্রশিক্ষনের জন্য দাবী জানান। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৮০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৯০,২০,৮০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,৫০০/- টাকা
৬ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৫৩,৭৭৮/-টাকা
৯০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	৪০,০০০/- টাকা

বৃক্ষরোপন	৩২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চুলা বাবদ ব্যয়	৬৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	২,৬৬,৬৪০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৮,০০,০০০/- টাকা
মোট:	১,০৮,৯৫,৭১৮/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৬৫.৩৩৮ মে:ট:

চিত্রঃ মাল্টিপারপাস হল

চিত্রঃ মাল্টিপারপাস হলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

১২.১৩ দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ধুলাউরী-১ গুচ্ছগ্রামঃ

গ্রামটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৭০টি পরিবার বসবাস করছে। সকলেই জমির দলিল বুঝে পেয়েছেন। তিনটি পরিবার কর্মস্থানের জন্য ঢাকায় থাকলেও স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গুচ্ছগ্রামকেই ব্যবহার করছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৭০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭৮,৯৩,২০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৬,১৮,০০০/- টাকা
৯ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৮৯,৮৮৩/-টাকা
৭০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	৩০,৬৩৮/- টাকা
বৃক্ষরোপন	২৮,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চুলা বাবদ ব্যয়	৫৬,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	২,৩৩,৩৩১/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৭,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৯৬,৯৪,০৮৭/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	০ মে:ট:

চিত্রঃ উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়

১২.১৪ দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ধুলাউরী-২ গুচ্ছগ্রামঃ

গুচ্ছগ্রামটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ৩০টি পরিবার বসবাস করছে। এর মধ্যে ৬ টি পরিবার অবৈধভাবে বসবাস করছে। ফলে দলিলপ্রাপ্ত ৬টি পরিবার ঘরের দখল পাচ্ছে না। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন। ঘর নির্মাণ কাজ ভাল। এলাকায় আরো খাসজমি আছে সেখানে গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়েছে। এখানে বিআরডিবির কার্যক্রম আরও জোরদার ক রা প্রয়োজন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৪১,২৫,০০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭,১৮,৩০০/- টাকা
৫ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৪৮,৩৫৬/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৫৩,৪২,৬৪৬/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	০ মে:ট:

১২.১৫ দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার কাশিমনগর-১ গুচ্ছগ্রামঃ

গুচ্ছগ্রামটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ৩০টি পরিবার বসবাস করছে। ঘর নির্মাণ কাজ ভাল। এলাকায় আরো খাসজমি আছে। সেখানেনুতন গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়েছে। বিআরডিবির কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৪১,২৫,০০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭,১৮,৩০০/- টাকা
৬ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৭৫,০০০/-টাকা
৩০ টি পরিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চূলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৫৩,৬৯,২৯০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৪.৭৬১ মে:ট:

১২.১৭ দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বাসুলী গুচ্ছগ্রামঃ

গুচ্ছগ্রামটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রতিষ্টিত হয়েছে। ৩০টি পরিবার বসবাস করছে। পরিবার প্রতি ৫টি করে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বসতভিটায় লাগানো উচ্চফলনশীন পেঁপে গাছে ফলন এসেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। পুনর্বাসিত পরিবারগুলো নিজ উদ্যেগে বাড়ির চারপাশে বেড়া দিয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেছে। পরিবারগুলো গড়ে ৪.৫ শতাংশ জায়গা পেয়েছে। গ্রামটির সার্বিক নির্মাণকাজ ভাল। এখানে খাস জমি আছে, আরও অধিক পরিবার পুনর্বাসনের দাবী জানানো হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৪১,২৫,০০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭,১৮,৩০০/- টাকা
৬ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	৭৪,৯০০/-টাকা
৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চুলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৫৩,৬৯,১৯০/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৬.২০৬ মে:ট:

চিত্রঃ গুচ্ছগ্রামে ফলজ বৃক্ষ

১২.১৮ দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার সুবর্ণখালী আদিবাসী গুচ্ছগ্রামঃ

গ্রামটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি আদিবাসী গ্রাম। গুচ্ছগ্রামে ৩০টি পরিবার বসবাস করছে। পুনর্বাসিত সকল পরিবার নৃ-গোষ্ঠি (আদিবাসী) সম্প্রদায়ের। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। গ্রামটিপ্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন। গ্রামটির সার্বিক নির্মাণকাজ ভাল। খাস জমি আছে, আরও অধিক পরিবার পুনর্বাসনের দাবী জানানো হয়েছে। আদিবাসীদের সকল মহিলা সদস্য কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। পুরুষরা রিকসা-ভ্যান ও ইঁটের ভাটায় কাজ করে। মাল্টিপারপাস হলটি প্রাক-প্রাথমিক স্কুল এবং আদিবাসীদের স্থানীয় সভার কাজে ব্যবহার হচ্ছে। পরিবার প্রতি ৫/৬টি গাছের চারা পেয়েছেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যয়িত সম্পদের তথ্যাদি:

৩০ টি পরিবারের ঘর, লেট্রিণ, রান্নাঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৪১,২৫,০০০/- টাকা
১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে	৭,১৮,৩০০/- টাকা
৮ টি নলকুপ স্থাপনে ব্যয় হয়েছে	১,০৭,৯৪৪/-টাকা

৩০ টি পারিবারের কবুলিয়ত দলিল বাবদ ব্যয় হয়েছে	১৫,০০০/- টাকা
বৃক্ষরোপন	১২,০০০/- টাকা
প্রতি পরিবারের ১টি করে উন্নত চুলা বাবদ ব্যয়	২৪,০০০/- টাকা
আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ	৯৯,৯৯০/- টাকা
ক্ষুদ্রঋণ (বিআরডিবিকে প্রদত্ত)	৩,০০,০০০/- টাকা
মোট:	৫৪,০২,২৩৪/- টাকা
কাবিখা কর্মসূচির আওতায় মাটির কাজের জন্য বরাদ্দ	৫.৯৪৯ মে:ট:

১৩.০ বিশেষ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতাঃ

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিষ্ঠিত ২৫৪ টি গুচ্ছগ্রামের মধ্যে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১৬টিগ্রাম পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং মাঠ পরিদর্শনের আলোকে আলোকে আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সারাদেশে বিস্তৃত সকল গুচ্ছগ্রামের চিত্র এবং পরিদর্শিত গ্রামসমূহের চিত্র প্রায় একই রকম ।

১৪.০ মূল্যায়ন কমিটির পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ গৃহহীন ও সহায়সম্বলহীন পরিবারগুলো কবুলিয়াত মূলে বসবাসের ঘর ও জমিতে পুনর্বাসিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে করো কারো অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় এবং প্রয়োজনের তাগিদে নিজ জমিতে সামর্থ্য অনুযায়ী ঘরের সংখ্যা/আকার বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমানে গুচ্ছগ্রামগুলি একসময়ে বিরান ভূমি ছিল যা বর্তমানে বৃক্ষরোপনের ফলে ধীরে ধীরে সবুজে ভরে উঠছে। গ্রামবাসীরা হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল লালন-পালন করছেন। উন্নত চুলায় রান্না হচ্ছে এবং প্রায়ই ছেলে-মেয়েই স্কুলে যাচ্ছে;

১৪.২ গুচ্ছগ্রামের জায়গাগুলো সরকারী খাসজায়গা হলেও এগুলো অবৈধ দখলে ছিল। গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন এ খাস জায়গাগুলো দখলদার মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাংগন কবলিত মানুষের স্থায়ী আবাসন সৃষ্টি হয়েছে। পরিদর্শনকালে কোন ঘরই খালি দেখা যায়নি, সবগুলো ঘরেই পরিবার বসবাস করছে;

১৪.৩ অনুমোদিত প্রকল্প দলিল এবং মাঠ পরিদর্শন এর আলোকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ভৌত কাজের প্রায় শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে;

১৪.৪ প্রকল্প পরিদর্শনে দেখা যায়, মুলতঃ পূর্ত কাজের উপরে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক কাজে তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিবার প্রতি ১০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মুলতঃ ৩,০০০-১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়েছে এবং এ বাবদ নির্ধারিত তহবিলের উল্লেখযোগ্য অংশ অবিতরণকৃত থেকে যায়। এ কাজে সম্পৃক্ত বিআরডিবি এর কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতিয়মান হয়। তাদের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য উপজেলা এবং প্রকল্প কার্যালয়ের তদারকিও তেমন চোখে পড়েনি। অথচ প্রকল্পটি টেকসইকরণের জন্য এ অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

১৪.৫ গুচ্ছগ্রামগুলো বিদ্যুতের সুবিধা বঞ্চিত। অথচ এ গ্রামগুলোর শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে, লেখা-পড়া করছে। বিদ্যুতের অভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হচ্ছে;

১৪.৬ অধিকাংশ গুচ্ছগ্রামে প্রকল্পের আওতায় পুকুর খনন করা হলেও পুকুরগুলোতে মাছ চাষের জন্য এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোন পুঁজি নেই। জেলা প্রশাসন হতে সরকারী পর্যায়ে যে পোনা অবমুক্ত করা হয় তার উপরেই মূলতঃ এ পুকুরের উৎপাদন নির্ভশীল। পুঁজি এবং মাছ চাষের প্রশিক্ষণ এর অভাবে গ্রামবাসী যথাযথভাবে মাছ চাষ করতে পারছেন না । ফলে এ ক দিকে মাছের উৎপাদন যেমন কম হচ্ছে অপরদিকে দরিদ্র গ্রামবাসী নগদ কিছু অর্থের বিনিময়ে অপার সম্ভাবনাময় এ পুকুরগুলো স্থানীয় প্রভাবশালীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন;

১৪.৭ গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীদের দারিদ্র্যসীমা এখনো অতিদরিদ্র পর্যায়ে রয়ে গেছে। এছাড়া, আশেপাশের লোকজনের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টিতে তাদের অনেক সময় লেগে যায়। অনেক সময় ৭/৮ বছরেও তাদের এলাকার লোকজনের সাথে সামাজিক সৌহাদ্যপূর্ণ সর্ম্পক সৃষ্টি হয় না;

১৪.৮ ডিপিপিতে পরিবার প্রতি বৃক্ষরোপণের জন্য ৪০০/- টাকা বরাদ্দ ছিল। পরিদর্শনকালে জানা যায়, পরিবার প্রতি ৫-১৯টি পর্যন্ত গাছের চারা দেয়া হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে জানা যায়, পরিবার প্রতি প্রাপ্ত গাছের চারার বাজার মূল্য ৪০০/- টাকার

কম ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে কলমের চারার পরিবর্তে আটির চারা দেয়া হয়েছে যা র অধিকাংশই মারা গেছে। আটির চারা যেগুলো বেঁচে আছে সেগুলোতে ফল আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে;

১৪.৯ কিছু কিছু গুচ্ছগ্রামে অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য কোন সর্বজনীন (Common) রাস্তা নেই। ফলে গ্রামবাসীদের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে; এবং

১৪.১০ গুচ্ছগ্রামের ঘরগুলোর আয়তন ৩০০ বর্গফুট যা পরিবারের গড় জনসংখ্যা (৫/৬ জন) এর তুলনায় কম। এগুলোর আয়তন ৪০০-৫০০ বর্গফুট হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া বারান্দাগুলো আয়তনে ছোট। এ ছাড়া ঘরগুলোর দেয়াল এবং ছাদ টিনের হওয়ায় গরমের সময় এ গুলোতে বসবাস করা অনেক কষ্টকর বলে গুচ্ছগ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়। পরিদর্শনকালে কিছু কিছু টিনের ঘরে বৃষ্টির সময় পানি পড়তে দেখা গেছে।

১৫.০ সুপারিশমালাঃ

১৫.১ সার্বিক বিবেচনায় গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। দেশে এখনো অনেক ভূমিহীন পরিবার এবং খাস জমি রয়েছে (পরিশিষ্ট 'খ')। জলবায়ু দুর্গত, ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদী ভাংগন কবলিত দরিদ্র পরিবারকে সরকারী খাস জমিতে জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদানপূর্বক পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৫.২ গুচ্ছগ্রামের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিমাসে বিআরডিবিএর কার্যক্রমকে উপজেলা পর্যায় থেকে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং একই সংগে প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক মাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিআরডিবির কার্যক্রমসহ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.৩ এ পর্যন্ত স্থাপিত এবং আগামীতে স্থাপিতব্য গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৫.৪ ভবিষ্যতে খননকৃত পুকুরের জন্য একটি করে পাঁকা ঘাটের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;

১৫.৫ পুকুর থাকা সাপেক্ষে গুচ্ছগ্রামের পুকুরের আয়তন বিবেচনায় প্রতিটি সমিতিকে পুকুরে মাছ চাষের জন্য থোক বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে যা ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) হিসাবে ব্যবহৃত হবে;

১৫.৬ গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য উপজেলা প্রশাসন সরকারের অন্যান্য জাতি গঠনমূলক বিভাগগুলোর সহায়তায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

১৫.৭ বৃক্ষরোপণের জন্য ফলদ ও বনজ জাতীয় গাছ দিতে হবে এ ক্ষেত্রে দ্রুত আয় নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত আকারের কলমের চারা দেয়া যেতে পারে;

১৫.৮ লে-আউট প্লান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নির্মিতব্য গুচ্ছগ্রামে গ্রামবাসীদের চলাচলের সুবিধার্থে সর্বজনীন (Common) রাস্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

১৫.৯ গুচ্ছগ্রামে নির্মিতব্য ঘরগুলো ৪০০-৫০০ বর্গফুটের করা, সেমি-পাকা করা, ঘরের বারান্দাগুলোর আয়তন বড় করা এবং টয়লেটগুলো দুটি পিট বিশিষ্ট করা যেতে পারে; এবং

১৫.১০ গুচ্ছগ্রামের জন্য নির্ধারিত সাইটসমূহ সর্বোচ্চ বন্যাসীমার নীচে অবস্থিত সে কারণে বসতভিটা উঁচুকরণ, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন এবং গুচ্ছগ্রাম ও আদর্শগ্রামের সংস্কার কাজ কাবিখা কর্মসূচির আওতায় চালু রাখা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট “ক”

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড নং	ব্যয় খাত	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/১৫ পর্যন্ত)		আর্থিক %
			বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষটাকায়)	বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২
রাজস্ব ব্যয়							
০১।	৪৫০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৪১	৩০৮.০০	২৬	২৭১.১৪	৮৮.০৩
০২।	৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	৫১	১৬৯.০০	৪৫	১৫৮.৩৪	৯৩.৬৯
০৩।	৪৭০০	ভাতাদিঃ			-		
অ)	৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	৯২	৪৭.০০	৭১	৩৮.৫৪	৮২.০০
আ)	৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৯২	২২৭.০০	৭১	২০২.৪৯	৮৯.২০
ই)	৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২৫	৭.০০	১০	৪.১৬	৫৯.৪৩
ঈ)	৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৯২	৭৪.০০	৭১	৭০.২৭	৯৪.৯৬
উ)	৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৯২	৩৬.০০	৭১	৩০.৮৫	৮৫.৬৯
ঊ)	৪৭৩৩	আপ্যায়ন	১	০.৭০	১	০.৫৯	৮৪.২৯
ঋ)	৪৭৩৭	দায়িত্বভার ভাতা	২৫	২.০০	১০	১.২৩	৬১.৫০
এ)	৪৭৪৫	সিভারেন্স এলাউন্স (ক্ষতিপূরণ ভাতা)	৬৭	১১৫.০০	৬১	-	০.০০
ঐ)	৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৪৩	৫.৫০	৩৭	৩.৬৯	৬৭.০৯
ও)	৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৪৩	৫.০০	৩৭	৩.০৭	৬১.৪০
ঔ)	৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৯২	৭.৫০	৭১	৩.৯২	৫২.২৭
ক)	৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	৯২	৪৪.০০	৭১	৩৫.৭৭	৮১.৩০
	৪৭০০	মোট ভাতাদি		৫৭০.৭০	-	৩৯৪.৫৮	৬৯.১৪
৪।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবাঃ			-		
অ)	৪৮০১	ভ্রমনব্যয়	৯২	৬০.০০	৭১	৫৮.৫৫	৯৭.৫৮
আ)	৪৮০৩	আয়কর	২৫	২.২১	১০	২.২১	১০০.০০
ই)	৪৮০৫	ওভারটাইম	৬	২০.০০	৬	১৭.০৫	৮৫.২৫
ঈ)	৪৮০৬	ভাড়া-অফিস	১	১২.৫০	১	৯.৩৮	৭৫.০৪
উ)	৪৮০৮	ভাড়া- সরঞ্জামাদি	L.S.	১.৫০	**L.S.**	-	০.০০
ঊ)	৪৮১৩	কাস্টম শুল্ক /ভ্যাট	L.S.	-	**L.S.**	-	

ক্রমিক নং	কোড নং	ব্যয় খাত	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/১৫ পর্যন্ত)		আর্থিক %
			বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষটাকায়)	বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২
ঋ)	৪৮১৪	অন্যান্য কর	৬	৫.৫০	৬	৪.১৩	৭৫.০৯
এ)	৪৮১৫	ডাক	L.S.	২.৫০	**L.S.**	১.৪০	৫৬.০০
ঐ)	৪৮১৬	টেলিফোন/ইন্টারনেট/মোবাইল	২৫	২৬.০০	১৬	২৪.৫২	৯৪.৩১
ও)	৪৮১৭	ফ্যাক্স	৩	১.৫০	৩	০.৮০	৫৩.৩৩
ঔ)	৪৮১৮	রেজিস্ট্রেশন	১৫	১.৪১	১৫	১.৪১	১০০.০০
ক)	৪৮১৯	পানি	L.S.	২৬.০০	**L.S.**	২২.০৯	৮৪.৯৬
খ)	৪৮২১	বিদ্যুৎ	L.S.	১৯.০০	**L.S.**	১৪.৯৯	৭৮.৮৯
গ)	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	L.S.	৩১.০০	**L.S.**	২৬.৯৭	৮৭.০০
ঘ)	৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১৮	৯৮.০০	১৮	৮৪.৪৫	৮৬.১৭
ঙ)	৪৮২৪	বীমা	১৮	২০.০০	১৮	১৮.২৯	৯১.৪৫
চ)	৪৮২৭	মুদ্রন ও প্রকাশনা	L.S.	৭.০০	**L.S.**	৩.৭১	৫৩.০০
ছ)	৪৮২৮	স্টেশনারী,সিল ও স্ট্যাম্পস	L.S.	২৩.০০	**L.S.**	১৭.৮৫	৭৭.৬১
জ)	৪৮২৯	গবেষনা ব্যয় (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন নহ)	L.S.	১০.০০	**L.S.**	-	০.০০
ঝ)	৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	L.S.	৩.৫০	**L.S.**	১.৮১	৫১.৭১
ঞ)	৪৮৩২	অডিও, ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	L.S.	৬.০০	**L.S.**	-	০.০০
ট)	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	L.S.	৯.০০	**L.S.**	৪.৩১	৪৭.৮৯
ঠ)	৪৮৩৬	ইউনিফর্ম	৩০	৫.০০	২৫	০.৭৮	১৫.৬০
ড)	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয় (স্টাডি ট্যুর, কেইস স্টাডি)	L.S.	২৯৮.০০	**L.S.**	২৯৬.৪৭	৯৯.৪৯
ঢ)	৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	৩১	৪২.০০	২৯	৩৫.০৭	৮৩.৫০
ণ)	৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	L.S.	৭.০০	**L.S.**	৪.৯১	৭০.১৪
ত)	৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয় (খাদ্য শস্যেরপরিবহন ও আনুসাংঙ্গিক ব্যয়)	L.S.	৩২.০০	**L.S.**	১৬.৪৮	৫১.৫০
থ)	৪৮৭৪	কনসালটেন্সি	০	৫.০০	-	-	০.০০
ধ)	৪৮৭৫	পরিস্কার পরিচছন্নতা	L.S.	৪.০০	**L.S.**	১.৯৭	৪৯.২৫
ন)	৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	L.S.	১.৫০	**L.S.**	-	০.০০

ক্রমিক নং	কোড নং	ব্যয় খাত	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/১৫ পর্যন্ত)		আর্থিক %
			বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষটাকায়)	বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২
প)	৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/ পারিশ্রমিক	L.S.	২.০০	**L.S.**	১.২৮	৬৪.০০
ফ)	৪৮৮৭	কপি/অনুলিপি ব্যয়	L.S.	২.০০	**L.S.**	১.৪০	৭০.০০
ব)	৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	L.S.	১০.৫০	**L.S.**	৬.৪২	৬১.১৪
ভ)	৪৮৯৩	হায়ারিং চার্জ	L.S.	১১.০০	**L.S.**	১.৩২	১২.০০
ম)	৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	L.S.	৩৮.৩৮	**L.S.**	২৪.৫৮	৬৪.০৪
	৪৮০০	মোট সরবরাহ ও সেবা		৮৪৪.০০	-	৭০৪.৬০	৮৩.৪৮
৫।	৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষন ও পূর্নবাসন			-		
অ)	৪৯০১	মটর যানবাহন	১৮	৪৮.০০	১৮	৩৫.৯৮	৭৪.৯৬
আ)	৪৯০৬	আসবাবপত্র	L.S.	৪.০০	**L.S.**	২.৫৩	৬৩.২৫
ই)	৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	L.S.	৮.৫০	**L.S.**	৫.৮৬	৬৮.৯৪
ঈ)	৪৯১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	L.S.	৬.০০	**L.S.**	৪.৪২	৭৩.৬৭
উ)	৪৯২১	অফিস ভবন	L.S.	২.০০	**L.S.**	০.০৬	৩.০০
ঊ)	৪৯৩২	প্রকৌশল সরঞ্জাম	L.S.	১.০০	**L.S.**	-	০.০০
ঋ)	৪৯৫৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	L.S.	১.৫০	**L.S.**	০.৬২	৪১.৩৩
এ)	৪৯৬১	বৈদ্যুতিক অবকাঠামো	L.S.	৪.৫০	**L.S.**	২.৯৯	৬৬.৪৪
ঐ)	৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	L.S.	৬.০০	**L.S.**	৪.৬২	৭৭.০০
	৪৯০০	মোট মেরামত, সংরক্ষন ও পুনর্বাসন		৮১.৫০	-	৫৭.০৮	৭০.০৪
মোট রাজস্ব ব্যয়				১,৯৭৩.২০	-	১,৫৮৫.৭৪	৮০.৩৬
৬।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ঃ			-		
অ)	৬৮০৭	মোটরযান	১৫	১০৬.১৩	১৫	১০৬.১৩	১০০.০০
আ)	৬৮১২	ক্যামেরা	০	-	-	-	
ই)	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	L.S.	১৭.৫০	**L.S.**	৫.৪৮	৩১.৩১
ঈ)	৬৮১৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ ক্রয়	৩৫	২৪.০০	২৬	১৩.২১	৫৫.০৪
উ)	৬৮১৭	কম্পিউটার সফট্ওয়ার	L.S.	৫.০০	**L.S.**	-	০.০০
ঊ)	৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	L.S.	৮.৫০	**L.S.**	১.৮৮	২২.১২

ক্রমিক নং	কোড নং	ব্যয় খাত	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/১৫ পর্যন্ত)		আর্থিক %
			বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষটাকায়)	বাস্তব (সংখ্যা/একক)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২
ঋ)	৬৮২১	আসবাবপত্র	L.S.	১২.০০	**L.S.**	৫.৭৬	৪৮.০০
এ)	৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	L.S.	৩.৫০	**L.S.**	২.২৫	৬৪.২৯
ঐ)	৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	L.S.	৫.৫০	**L.S.**	১.৯৩	৩৫.০৯
ও)	৬৮৫১	অন্যান্য সরঞ্জাম	L.S.	৯.৪৪	**L.S.**	২.৮১	২৯.৭৭
	৬৮০০	মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়		১৯১.৫৭	-	১৩৯.৪৫	৭২.৭৯
৭।	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়ঃ			-		
অ)	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	L.S.	-	**L.S.**	-	০.০০
	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়		-	-	-	০.০০
৮।	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্তঃ			-		০.০০
অ)	৭০১১	গৃহ, ল্যাট্রিন ও রান্নঘর নির্মাণ	১০৬৫০	১২,৯৮৭.৩১	১০,৭০৩	১২,৯৮৬.৭৭	১০০.০০
আ)	৭০১৬	মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ	২৫২	১,৬৮৭.০৪	২৪৭	১,৬৩৯.৩৫	৯৭.১৭
ই)	৭০৪৭	নলকূপ স্থাপন	১১৩০	২৯০.২৮	১,২৩৩	২৭২.৬০	৯৩.৯১
	৭০০০	মোট নির্মাণ ও পূর্ত		১৪,৯৬৪.৬৩	-	১৪,৮৯৮.৭২	৯৯.৫৬
৯।	৭৩০০	ঋণ ও অগ্রিমঃ			-	-	০.০০
	৭৩৩৭	পুর্নবাসিত পরিবারসমূহের মধ্যে ঋণ বিতরণ	১০৬৫০	১,০৬৫.০০	১০,৬৫০	১,০৬৫.০০	১০০.০০
	৭৩০০	মোট ঋণ বিতরণ		১,০৬৫.০০	-	১,০৬৫.০০	১০০.০০
১০।	৭৯৮০-৭৯৯৮	মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয়			-		
অ)	৭৯৮১ (ক)	বিবিধ মূলধন ব্যয় (আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম)	১০৬৫০	৩৫৪.৯৯	১০,৬৫০	৩৫৪.৯৬	৯৯.৯৯
আ)	৭৯৮১ (খ)	বিবিধ মূলধন ব্যয় (বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম)	১০৬৫০	৪২.৬৩	১০,৬৫০	৪২.৬২	৯৯.৯৮
ই)	৭৯৮১ (গ)	বিবিধ মূলধন ব্যয় (উন্নত চুলা)	১০৬৫০	৮৪.১০	১০,৫২৮	৮৩.১০	৯৮.৮১
ঈ)	৭৯৮১ (ঘ)	বিবিধ মূলধন ব্যয় (দলিল হস্তান্তর)	১০৬৫০	৫২.৯৬	১০,৪৫৪	৫১.৩১	৯৬.৮৮
	৭৯৮০-৭৯৯৮	মোট মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয়		৫৩৪.৬৮		৫৩১.৯৯	৯৯.৫০
মোট মূলধন ব্যয়				১৬,৭৫৫.৮৮		১৬,৬৩৫.১৬	৯৯.২৮
মোট ব্যয়				১৮,৭২৯.০৮		১৮,২২০.৯০	৯৭.২৯

পরিশিষ্ট 'খ'

সারাদেশের খাস জমির পরিমাণ এবং ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা সংক্রান্তথ্যাদি

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ভূমিহীন এর সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বন্দোবস্তযোগ্য/নিষ্কন্টক কৃষি খাস জমির পরিমাণ (একর)
১	**ঢাকা**	০		৪১৩১.০৮
২	**গাজীপুর**	৭৯৪১	৬	১০৬৬.৯৩
৩	**নারায়ণগঞ্জ**	৬৭১৪	৬	২৪০.১২
৪	**মুন্সীগঞ্জ**	৩৫০৩	৬	২২৭৯.২২
৫	**ময়মনসিংহ**	১২৮৩২	১২	৪২২০.৬৭
৬	**জামালপুর**	১৪৮২০	৭	২৩৮১৯
৭	**কিশোরগঞ্জ**	২৫১২৯	১৩	৪৯৪২.০৫
৮	**নরসিংদী**	৩৪৭২	৬	৩১৪০.০০
৯	**নেত্রকোণা**	২২৩৯৪	১০	২৩৮১৯.৪৩
১০	**শেরপুর**	৭৩৪৯		১০০৪৯.৮৪
১১	**টাংগাইল**	১১৩৯৬	১২	৩৪৪২.৯৮
১২	**মানিকগঞ্জ**	৪৭৫১	৭	২৫৪.৭৩
১৩	**ফরিদপুর**	৮৬০৩	৯	১৫৯৪৬.৯২
১৪	**গোপালগঞ্জ**	৮৯৬৩	৫	১০০৩.৩৮
১৫	**রাজবাড়ী**	১২০৭২	৫	৩২৪২.৬৪
১৬	**মাদারীপুর**	৯৫৩৬	৪	১৮৮৫.৭৩
১৭	**শরীয়তপুর**	০		৩২৩৪.৭১
১৮	**চট্টগ্রাম**	৫০১২৮	১৪	৩৭৫৩২.৮১
১৯	**কক্সবাজার**	১২১৯৬	৯	২২৯৬.৮১
২০	**নোয়াখালী**	৩০৫৫৪	৯	৭৮৪৯০.২৫
২১	**কুমিল্লা**	৫৩৩৩৮	১৬	২২৯.৫৬
২২	**চাঁদপুর**	৫৭৪৬	৮	১১০৭.৫০
২৩	**ব্রাহ্মণবাড়ীয়া**	২৮৪১২	৯	২৪৫৪.০৭
২৪	**লক্ষ্মীপুর**	১৪৮৩৪	৫	৯৭২০.১৯
২৫	**ফেনী**	৬০৯৯	৬	১০৬৫.৭৭
২৬	**রাজশাহী**	১১২৬৪	৯	২১২.১৫
২৭	**চাঁপাই নবাবগঞ্জ**	৫৮১১	৫	২১৫.৪২
২৮	**নাটোর**	১৩৬১৯	৭	৬১৭৮.৭৫
২৯	**নওগাঁ**	৫৭১৭১	১১	২৮৭.২৬
৩০	**বগুড়া**	২৩৫৬৪	১৩	৫৬৫০.৮৭
৩১	**পাবনা**	৬৪৬৭	৯	৬৬০৫.১২

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ভূমিহীন এর সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বন্দোবস্তযোগ্য/নিষ্কন্টক কৃষি খাস জমির পরিমাণ (একর)
৩২	**জয়পুরহাট**	৮৪৯৭	৬	২৫৮২.১৪
৩৩	**সিরাজগঞ্জ**	১০৮৭৫	৯	৭৭৫৪.৬৬
৩৪	**দিনাজপুর**	৬১৫৬৬	১৩	২১৩৮.৮০
৩৫	**গাইবান্ধা**	৮০৮৯	৭	৪১২০.১৯
৩৬	**রংপুর**	২৩৩০৮	৮	১০৪৫৬.১৬
৩৭	**কুড়িগ্রাম**	২০৩৭৯	৯	২৯৬৫.৩৭
৩৮	**নীলফামারী**	৩৭৩৮১	৬	৬৮৭৮.৪৯
৩৯	**লালমনিরহাট**	২৩৩৫২	৫	৬৪৭৫.৫৪
৪০	**পঞ্চগড়**	১২৭১৬	৫	২৪.০৪
৪১	**ঠাকুরগাঁও**	২২৮৯২	৫	৫৬৮৬.১৮
৪২	**খুলনা**	১৫৬২৩	১০	১২৯৭.০২
৪৩	**বাগেরহাট**	১৭৯৪৫	৯	৪৪৬.৪৬
৪৪	**সাতক্ষীরা**	৫৩১০৭	৭	২৫৯.৬০
৪৫	**যশোর**	২১৩৯২	৮	১৮৭.৭৬
৪৬	**ঝিনাইদহ**	২১৮২৭	৬	৩.৪৮
৪৭	**কুষ্টিয়া**	১১৬১৮	৬	১২৭৪.২০
৪৮	**মাগুরা**	০		১৪২৫.৪৮
৪৯	**মেহেরপুর**	০		১৪০.০০
৫০	**চুয়াডাঙ্গা**	১২৫৫৮	৪	২২৮৭.১৬
৫১	**নড়াইল**	৮৬৫৫	৩	৬১.৪৩
৫২	**বরিশাল**			৩৬১৫.৬০
৫৩	**বরগুনা**	১৫০৪৯	৫	১৬৩.৫৫
৫৪	**ভোলা**	১৭৩৭৭	৭	২২০৩.৬০
৫৫	**পটুয়াখালী**	২২৩৫৯	৮	৬৮৪৫.৭৫
৫৬	**পিরোজপুর**	৭২৪৮	৭	১২৬.১৭
৫৭	**ঝালকাঠী**	২৬৩৭	৪	১৬৮.৭০
৫৮	**সিলেট**	১৬৭৩৩	১২	১১৯৪০.৮৩
৫৯	**সুনামগঞ্জ**	৬৫৮৬২	১১	৫৪১১২.৮৪
৬০	**মৌলভীবাজার**	৬৬২৮	৬	৪৩৬.১৩
৬১	**হবিগঞ্জ**	১১৪৩১	৮	১১৩০০.৯৪
		১০৩৫৭৮২	৪৩২	৪০৬১৪৪.২৩

তথ্য সূত্রঃ জুলাই,২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।